ADAMJEE JUTE MILLS CBA LEADERSHIP

Mozammel Hoque Chy
General Secretary Adamjee Trade Union

তদানিন্তন পাকিস্তান মুসলিমলীগের কোন শ্রমিক সংগঠন ছিলনা। মুসলিমলীগ নেতৃত্ব সাধারন রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল। শ্রমিক রাজনীতিতে নিরুৎসাহিত ছিল। তখন সারা পূর্বপাকিস্তানে শ্রমিক নেতা বলতে ছিলেন একমাত্র জনাব ফয়েজ আহমেদ। তিনি ILO মেম্বার ছিলেন। তিনি একাধারে সরকার সমর্থক, মালিক সমর্থক ও শ্রমিক সমর্থক নেতা ছিলেন। জাহাজী শ্রমিকদের নিয়ে কিছু কিছু তৎপরতা চালাইতেন বরিশালের জনাব কাজী মহিউদ্দীন সাহেব। তাও আবার ফয়েজ সাহেবের সমর্থনে। তখনকার সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তানে কমিউনিষ্ট পার্টির তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে আমেরিকান প্রশাসন কমিউনিষ্ট ফিভারে ভুগতে থাকে। এবং পাকিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে কমিউনিষ্ট বিরোধী তৎপরতা জোরদার করার জন্য চাপ দিতে থাকে। *ইতিমধ্যে পূর্বপাকিস্তান মুসলিমলীগ নেতৃত্বে ও জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরীর গরমিল সৃষ্টি হয়। সাময়িক মুসলিম লীগের জনমত* অসমর্থন জন্ম হয়ে পড়ে। এই সুযোগে চট্টগ্রামের কিছু জাহাজী সারাং এবং ড্রাইভার জনাব চৌধুরী সাহেবের নিকট ধর্না দিতে থাকেন তাদের সংগঠনের নেতৃত্ব নেয়ার জন্য।

তদানিন্তন ঢাকার এস, পি জনাব আব্দুল হক সাহেব সহ রাজনৈতিক সহকর্মী ও আত্মীয় স্বজনরা শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব নেয়াকে খিলো স্ট্যান্ডার্ড মনে করতেন। তখনকার পরিবেশে শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বকে একজন সফল রাজনীতিকের জন্য অসম্মান মনে করা হত। জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী একসময় কলকাতায় সি,আর,দাসের নেতৃত্বে শ্রমিক সংগঠনে কাজ করেছিলেন বিধায় শ্রমিক আন্দোলনকে হেয় মনে করতেন না। তাছাড়া জনাব এ,কে, ফজলুল হক সাহেবের উদাহরণ দিয়ে বলতেন কলকাতায় গড়ের মাঠে হক সাহেবের সভা গুলোতে জনসমাগম হতো খিদির পুরের জাহাজী ও জেটী শ্রমিকদের দিয়েই। শেষ পর্যন্ত জনাব চৌধুরী সাহেব RSN and jont steamer Co. এর সারাং ও ড্রাইভারদের সংগঠনের নেতৃত্ব দিতে সম্মত হলেন। একটা জাহাজে ২ জন ড্রাইভার ও ১ জন সারেং ছাড়াও খালাসী, তেলওয়ালা, পানিওয়ালাসহ প্রায় ২৫-৩০ জন শ্রমিক থাকে। জনাব ফয়েজ আহমদ সাহেবের নেতৃত্বে ক্রুদের আলাহেদা সংগঠন ছিল। জনাব কাজী মহিউদ্দিন সাহেব, জনাব ফয়েজ আহমদ সাহেবের অধীনে ক্রুদের নিয়ে কাজ করতেন। জনাব ফয়েজ আহমদ সাহেব সরকার, কোম্পানী এবং এসব সংগঠন সমূহের নেতা ও প্রতিনিধি। তাই কোম্পানী, সারেং ও ড্রাইভারদেরকে কিছু সুবিধা দিলেও অন্যান্য শ্রমিকের ভাগ্যে দুচারআনার বেশী বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি হতোনা। জনাব ফয়েজ আহমদ সাহেব শুধু চাদার মালিক ছিলেন। জনাব চৌধুরী সাহেব জাহাজী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াই ক্রু, মাষ্টার, ড্রাইভার সকলকে একই সংগঠনে অর্ন্তভুক্ত করেন। ফলে মাষ্টার, ড্রাইভার, ও ক্রুদের মধ্যকার হিংসা ও রেষারেষি সমূলে বিনষ্ট হয় ও একীভূত সংগঠন শক্তিশালী হয়। ফলে ক্রু, মাষ্টার ও ড্রাইভার এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেকোন মূহুর্তে ধর্মঘটে যাওয়া সহজ হয়। । জনাব ফয়েজ আহমদ সাহেব কোম্পানী ও শ্রমিক উভয় দিক থেকে হাত গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন। এই সময় ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে

কলকারখানায় কোন সুষ্ঠ শ্রমিক সংগঠন ছিলনা। কিছু কিছু কমিউনিষ্ট পার্টি নেতৃত্ব এই সুযোগে তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে মেহনতি মানুষ ও শ্রমিকদের কথা বলতে থাকে।

কোন কলকারখানায় কোন প্রকার গোলযোগ হলেই সরকার প্রকারান্তরে কমিউনিষ্ট পার্টিকে দায়ী করতেন। আমেরিকান চাপের মুখে তখন সরকার শ্রমিকের পক্ষে মালিকের শোষণের বিপক্ষে কথা বললেই তাকে কমিউনিষ্ট প্রভাবিত মনে করতেন। একদিন CLI এর সেক্রেটারী জনাব আজগর আলী শাহা ও লেবার কমিশনার জনাব এ,কে,এম আহসান সাহেব পরোক্ষভাবে সরকারের তখনকার মনোভাব ব্যক্ত করলে জনাব চৌধুরী সাহেব উনার শ্রমিক জনসভা গুলোতে কমিউনিষ্ট বিরোধী শ্লোগানের প্রচলন করেন। আদমজীতে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার পর পার্শ্ববর্তী তাওয়ালী জুট মিলস ও করিম জুট মিলের শ্রমিক নেতাগন জনাব চৌধুরী সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে থাকেন তাদের সংগঠনের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। অনেক বলে কয়ে জনাব চৌধুরী সাহেবকে রাজী করালাম করিম জুট মিল প্রাঙ্গনে সভা করার জন্য। এই সভা হয় সারুলিয়া মাঠে। এই সভায় প্রথম কমিউনিষ্ট বিরোধী শ্লোগান দেয়া হয়। ইহাতে জনাব তোহাসহ কমিুনিষ্ট নেতৃত্ব জনাব চৌধুরী সাহেবের শ্রমিক কিন্তের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। ঐসময়ে জনাব তোহা সাহেবসহ বেশ কিছু বাম নেতা আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যান। মধ্যে মধ্যে পত্রিকায় দুএকটা বিবৃতি ছাড়া তেমন কোন সাংগঠনিক তৎপরতা তাদের পক্ষ থেকে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের কোন কলকারখানায় পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি আমার জানা মতে কোন শ্রমিক সভাও করতে দেখা যায়নি। তবে কিছু কিছু বাম নেতা গোপনে মিলে আসা যাওয়া করতেন। জনাব এ,কে,এম ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের আদমজী মিলে শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দেয়ার পেছনে আমি যেটা জানি তা হচ্ছে, আদমজী মিলে মোট শ্রমিকের ২/৩ অংশ ছিল অবাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের মধ্যে নোয়াখালী ও ঢাকার লোক বেশী ছিল। বাকীরা ছিল কুমিল্লা, বরিশাল ও সিলেটের অধিবাসী।

আদমজী মিলের জি,এম, জনাব করিম সাহেব ও শ্রমিক নেতা কয়েজ আহমদ সাহেবের যৌথ সমর্থনে আদমজী শ্রমিক ইউনিয়ন নামে একটি সংগঠন ছিল। উহার নেতৃত্ব দিতেন আবুল হাসেম মোল্লাহ ও করিম সাহেবের মনোনীত কিছু শ্রমিক সর্দার। সর্দারদের প্রচেষ্টায়, মুসলিমলীগ বা অন্য কোন সংগঠন না থাকায় অবাঙ্গালী শ্রমিকগণও এর সাথে জড়িত হয়েছিল। ১৯৫৪ ইং সনে মুসলিমলীগের পরাজয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করায় উক্ত ইউনিয়নে আওয়ামীলীগের প্রভাব বেড়ে যায় এবং ঐ একই সেক্রেটারী জনাব আবুল হাসেম মোল্লাহ আওয়ামীলীগের নেতাদের সাথে গাটছাড়া বাধে। বাঙ্গালীদের মধ্যে নোয়াখালীর শ্রমিকেরা আওয়ামিলীগকে পছন্দের তালিকায় রেখে কাজ করতে থাকে। ইতিমধ্যে জাহাজী শ্রমিক ইউনিয়নের সাফল্য নারায়নগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী শ্রমিক এলাকায় প্রকাশ পায় এবং চাষাড়া থেকে এ দিকে চিত্তরঞ্জন কটন মিল পর্যন্ত ও শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় সভা করায় আশেপাশের শ্রমিকেরাও উক্ত সভায় যোগ দিতে থাকে। ফলশ্রুতিতে আদমজীর কিছু বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সর্দার ৩২ নং শাজিমুক্সিন রোডে আসতে শুরু করেন জনাব চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্ব পাওয়ার আশায়। ১৯৫৪ ইং সনে করিম সাহেবের অফিসে মন্ত্রী মহোদয়

এবং আই, জি, সাহেবের উপস্থিতিতে ও নং মিলের ভিতরে বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ চলে পরবর্তীতে বাইরে মিল এলাকায় ও সোনামিয়া বাজারে অবাঙ্গালী নিধন যজ্ঞ চলে। জনাব করিম সাহেবের সক্রিয় সহযোগিতায় মারামারির সৃষ্টি হলেও তিনি মন্ত্রীমহোদয় ও আই, জি, সাহেবকে কিছুই জানতে দেননি। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয় গ্রুপে অনেক লোক হতাহত হয়। আওয়ামীলীগ উক্ত শ্রমিক সংগঠনের দাবিদার হলেও এই হতাহতের ব্যাপারে কিছুই করে নাই। তাই নেতা বাদ দিয়ে শ্রমিকেরা ৩২ নং নাজিম উদ্দীন রোডে ধরনা দিতে থাকে। জনাব চৌধুরীকে রাজী করিয়ে "আদমজী লেবার ইউনিয়ন" নামে একটি সংগঠন রেজিষ্ট্রি হয়। লেবার কমিশনার জনাব এ,কে,এম আহ্ছান সাহেব এতে সক্রিয় সহযোগীতা করেন।

এডভোকেট আমজাদ আলী, কোম্পানীর পক্ষে আইনি লড়াই লড়তে ছিলেন। কিন্তু শ্রমিকের পক্ষে ছিলেন জনাব এ,কে,এম ফজলুল কাদের চৌধুরী ,এম.পি.। জনাব আমজাদ আলী সাহেব, কোম্পানীকে রক্ষা করার জন্য এটাকে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী দাঙ্গা হিসেবে দাবি করেন ও অনেক বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী শ্রমিককে আসামী করে শাস্তি দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু জনাব চৌধুরী সাহেব এই দাঙ্গাকে শ্রমিক বনাম কোম্পানী আখ্যায়িত করেন ও বলেন বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী শ্রমিক এক পক্ষ আর কোম্পানী ও কোম্পানীর অফিসার অন্যপক্ষ।

কোম্পানী শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য টাকা দিয়ে কিছু গুন্ডা লোক শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই দাঙ্গা সৃষ্টি করে। জনাব চৌধুরী সাহেব বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী উভয় দলের উকিল ছিলেন। বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী শ্রমিক বনাম আদমজী জুট মিলস কর্তৃপক্ষ মামলা উইথড্র করা হয়। ইহাতে অনেক বাঙ্গালী/অবাঙ্গালী শ্রমিক নিষ্কৃতি পায় মামলা থেকে। কিন্তু ম্যানেজার খলিলকে বাঁচানো যায়নি। "আদমজী লেবার ইউনিয়ন" রেজিষ্ট্রি হওয়ার পর কার্যক্রম শুরু হয় এবং দলে দলে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী শ্রমিক জনাব চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে লেবার ইউনিয়নের পতাকায় সমবেত হতে থাকে। তথাকথিত "শ্রমিক ইউনিয়নের" সম্পাদক আবুল হাশেম মোল্লাহ্ সদলবলে লেবার ইউনিয়নে যোগদান করেন। ফলে আওয়ামীলীগ নেতৃত্ব বিচ্ছিন্ন হল এবং মিলের জি,এম জনাব করিম সাহেবের পরোক্ষ সহায়তায় কিছু শ্রমিক সর্দার ও শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মীগনের সহায়তায় মাননীয় মন্ত্রী জনাব ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সহ কিছু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সমন্বয়ে ঢাকা বাজু মাঠে এক শ্রমিক জনসভার আয়োজন করে প্রচার চালাতে থাকেন। সভার দিন তারিখ ঠিক হওয়ার পর লেবার ইউনিয়নের চৈতন্য হয় এবং সারা রাত পোষ্টার লিখে দেয়ালে ও গায়ে সেটে দেয়া হয়। "ফিরে যাও মনসুর আলী" এই স্লোগান এত বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করে যে, আওয়ামী নেতৃত্ব শ্রমিকদের সভায় আকর্ষণ করার জন্য মমতাজ বেগম নামক একজন প্রধান শিল্পীকে বনাম শ্রমিক নেতৃত্বকে মাঠে নামান। মমতাজ বেগমের নামে প্রচারিত পোষ্টারে শ্রমিকদের কিছু অংশ সভায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ইহাতে আমরা সংবাদ লেবার ইউনিয়ন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী এবং মিসেস মমতাজ বেগমের সভা দখল করার সিদ্ধান্ত নিই। ফলে উক্ত সভায় আওয়ামিলীগের পক্ষে মন্ত্রী মহোদয় বা অন্য কোন নেতা

উপস্থিত হন নাই। মন্ত্রী মহোদয় যে, সভা বাতিল করেছেন মিসেস মমতাজ বেগম সে খবর পান নাই তাই লেবার ইউনিয়নের সভায় উপস্থিত হয়ে লেবার ইউনিয়নের কথাই উনাকে বলতে হয়।

১ সিকির খেলা নয় ইহা ছিল ৫ সিকির খেলা অর্থাৎ ঐ সভায় সপ্তাহে ১ টাকা ৪আনা বেতন বৃদ্ধি দাবি প্রদান করা হয়। চার্টার্ড অব ডিমান্ড ও ছিল তাই। এই দিকে ৫ সিকির আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন অবস্থা বেগতিক দেখে জনাব করিম সাহেব এক চাল খেলেন্। সরকারের সহায়তায় জনাব আবুল হাসেম মোল্লাহ্ বেঈমানী করে বসলেন। জনাব মোল্লাহ্ সাহেব তারিখের দিন শ্রম আদালতে হাজির হতেন, লেবার ইউনিয়নের পক্ষে তদবির করতেন। এক তারিখে তিনি শ্রম আদালতে হাজির হয়ে এক সলেহনামা দাখিল করলেন, কোম্পানীর পক্ষে করিম সাহেব এবং লেবার ইউনিয়নের পক্ষে জনাব আবুল হাসেম মোল্লা যায় ৪ আনা(১.সিকি) বেতন বৃদ্ধির উপর। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সভাপতির সম্মতি ও দস্তখত থাকার কথা থাকলেও সভাপতি সাহেব কিছুই জানতে পারেন নাই। পরদিনই করিম সাহেবের সাথে জনাব আবুল হাসেম মোল্লা করাচী চলে যান। পাওয়া গেলে তাকে শ্রমিকরা টুকরা টুকরা করে ছাড়তো। সরকার এটাকে রোয়েদাদ হিসাবে প্রকাশ করে। ফলে আমাদের অর্থাৎ লেবার ইউনিয়নকে ধর্মঘটে যাইতে হয়। মিল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ইহাকে মাননীয় মন্ত্রীবর ও জনাব তোহা সাহেব, চৌধুরী সাহেবের গন্ডগোল নামে আখ্যায়িত করেছেন। পরবর্তীতে পাঁচ সিকির পরিবর্তে চারসিকি বা সপ্তাহে একটাকার পুনরায় রোয়েদাদ পাওয়া যায়। ইহার জন্য প্রায় ৩০ হাজার শ্রমিক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের মিন্টো রোডস্থ বাসভবন ২ দিন ঘিরে রাখতে হয়। জনাব তোহা সাহেব ইচ্ছাকৃত ভাবে ২য় রোয়েদাদের কথা বাদ দিয়ে গেছেন উনার লিখায়।

নারায়নগঞ্জের মিলকারখানা গুলো শীতলক্ষার পাড়ে অবস্থিত। আর জাহাজী শ্রমিকেরা কাজ করতো শীতলক্ষা নদীতেই, কাজেই জাহাজী শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যক্রম কলকারখানার শ্রমিকদের দৃষ্টির উপরই হতো। জাহাজী শ্রমিকের সাফল্য দেখে মিলকারখানার শ্রমিকেরা জনাব চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে পড়ে। ফলে, আলমজী জুট মিলস,করিম জুট মিলস,ভাওয়ানী জুট মিলস ও ঢাকা জুট মিলের শ্রমিক সংগঠনে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ হয়।

কারো চেষ্টায় "খাল কেটে কুমির ঢোকানো" হয় নাই। ইহা নিছক ঈর্ষান্বিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্য।

৩২ নং নাজিমউদ্দিন রোডে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব প্রায় যেতেন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য। জনাব তোহা সাহেবও ৩২ নং নাজিমউদ্দিন রোডে যেতেন মাঝে মধ্যে। ইহাতে গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিলেন জনাব চৌধুরী সাহেব ক্রমশ বামপন্থীদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। ফলে জনাব চৌধুরী সাহেব উনার শ্রমিক সভা গুলোতে কমিউনিষ্ট বিরোধী স্লোগান দিতে বাধ্য হলেন।

১৯৫৮ইং সনে আমি মোজাম্মেল হক চৌধুরী (জেনারেলসেক্রেটারী,সেবার ইউনিয়ন) এবং জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব পাশাপাশী জেলখানায় থাকা অবস্থায় (শেখ সাহেব থাকতেন "দেওয়ানীতে" "আমি ছয়সেলে",আর মৌলানা ভাসানী থাকতেন "সাত সেলে") সেলের বাহিরে বসে অনেক আলাপচারিতার মধ্যে বলেছিলেন জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী উনার রাজনৈতিক গুরু। অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় জনাব চৌধুরী সাহেবের বক্তৃতা শুনেই মুগ্ধ হন এবং ফরিদপুর জিলা স্কুল বন্ধ করে দিয়ে লঞ্চঘাটে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন "কাদের ভাই আপনাকে না ছাড়া পর্যন্ত আমরা স্কুল করবনা "। উল্লেখ্য ১৯৪০ ইং সনে জনাব ফজলুল হক সাহেব ও জনাব তমিজউদ্দিন খান সাহেবের প্রতিযোগীতামূলক সভা হচ্ছিল। উক্ত সভায় জনাব চৌধুরী সাহেব জনাব তমিজউদ্দিন খান এর পক্ষে সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। সেই সময় জনাব চৌধুরী সাহেব "অল-ইন্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস ফেডারেশন" এর জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। ঐ সভা হতে তাহাকে "ভারত রক্ষা আইনে" গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে,শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব কলিকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি ও কারমাইকেল হোষ্টেলে থাকা এবং ছাত্র রাজনীতি সবই চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে থেকে করেছিলেন । এই ব্যাপারে জনাব তোহার মন্তব্য সর্বাংশে সত্য প্রতিয়মান হয়।